বিষয়টি অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.২১.৩১৮৪

তারিখ: ১৯/১১/২০২৪খ্রি.

প্রাপক:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট)

বিষয়ঃ **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনার আলোকে সুলভমূল্যে প্রকল্পের আওতায় ডিমের বাজার সৃষ্টি কার্যক্রমে সহযোগিতা করণ প্রসঙ্গে।**

সুত্র : (১) ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.১৮.০০১.২০.৩৭২৭; তারিখ: ২৭/১০/২০২৪খ্রি. মোতাবেক।
সুত্র : (২)মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের গত ০৫/১১/২০২৪খ্রি. তারিখের সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী।
সুত্র : (৩) ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.২৪.৩৮১৮; তারিখ: ০৪/১১/২০২৪খ্রি.মোতাবেক।

উর্পযুক্ত বিষয় ও ০১ নং সূত্রোস্থ পত্র মোতাবেক ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে মন্ত্রনালয়ের চাহিদার আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গত ২৭/১০/২০২৪খ্রি. তারিখে Cocept Paper (ধারণাপত্র) প্রস্তুত করত: যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল (কপি সংযুক্ত-০১)। সে মোতাবেক ০২ নং সুত্রোস্থ পত্র অনুযায়ী গত ৩০/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় উপদেষ্টা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় উপস্থিতিতে এবং সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয় (কপি সংযুক্ত-০২)। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তীতে প্রকল্প দপ্তর হতে সুত্রোস্থ ০৩নং পত্র মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল (কপি সংযুক্ত-০৩)। এ পর্যায়ে ০২ নং সুত্রোস্থ পত্রের নির্দেশনার আলোকে প্রকল্প দপ্তর হতে সূলভমূল্যে ডিম (স্থানীয় পর্যায়ে) বিক্রয় সংক্রান্ত গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত-০৪)।

এমতাবস্থায়, সংযুক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে সুলভ মূল্যে ডিম বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

১৯/১১/২০২৪

(ডাঃ মোঃ জসিম উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
ফোন : ০২-৫৮১৫৪৯১৩
ই-মেইল: lddp@dls.gov.bd

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল।

১। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের একান্ত সচিব, ইহা সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ,ঢাকা।
৩। পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ,ঢাকা।
৪। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর (সকল)।
৫। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট)। -গাইডলাইন মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট ULOদের নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হ'ল।
৬। মনিটরিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)।
৭। হিসাব শাখা, এলডিডিপি।
৮। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

তারিখঃ ২৭/১০/২০২৪ খ্রিঃ

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.১৮.০০১.২০-৬৭২৭

বরাবর : সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাধ্যম : যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় : **ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য এলডিডিপি প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Concept Paper (ধারণাপত্র) অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে ডিমের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের ৭৬৫টি Scavenging প্রোডিউসার গ্রুপ এর সহায়তায় ২৪,৭৫৪ জন নারী উদ্যোক্তাকে কাজে লাগিয়ে ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ০১ টি Concept Paper প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Concept Paper টি অনুমোদন ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য পত্রখানি প্রেরণ কর হ'ল।

সংযুক্তি- বর্ণনা মোতাবেক।

২৭.১০.২০২৪
(ডাঃ মোঃ জসিম উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক (অতি:দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
ফোন ঃ ০২-৫৮১৫৪৯১৩
ই-মেইল ঃ lddp@dls.gov.bd

CamScanner

Concept Paper (ধারনা পত্র)

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে নিম্ন ও মধ্য নিম্নবিত্ত মানুষের প্রানিজ আমিষের অন্যতম উৎস ধরা হতো ডিমকে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে বাজারে ডিমের যে মূল্য দেখা যাচ্ছে এটা এখন সীমিত আয়ের মানুষের কাছে 'সাশ্রয়ী' কোনও পণ্য নয়। বাজারের ব্যয় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নিম্ন, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গত ১৫/০৯/২০২৪ ইং তারিখে কৃষি বিপনণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/অংশীজনের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মতামতের ভিত্তিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২০২৪ সালের জন্য মুরগি (সোনালী ও ব্রয়লার) এবং ডিমের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করেন। সে হিসেবে উৎপাদক, পাইকারী ও খুচরা বাজারে প্রতিটি ডিমের যৌক্তিক মূল্য নিম্নরুপ নির্ধারণ করা হয়ঃ

ডিম (প্রতিটি)	উৎপাদক পর্যায়	পাইকারী পর্যায়	খুচরা পর্যায়
	১০.৫৮ (টাকা)	১১.০১ টাকা	১১.৮৭ টাকা

সূত্রঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জারিকৃত পত্র নংঃ৪০৭; তারিখঃ ১৫/০৯/২০২৪ ইং মোতাবেক।

ভোক্তার কথা বিবেচনা করে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বাজারে ডিমসহ অন্যান্য পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তথাপিও ডিমসহ বেশ কিছু পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে ডিমের বাজার অস্থিরতার বিষয়ে খামারি, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সহিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ডিমের মূল্য বৃদ্ধির মূলত ০৫টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে (সূত্রঃ দৈনিক বংলা ১৫'ই অক্টোবর, ২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী) :

১। বাজার সিন্ডিকেটের নানা কারসাজি

২। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া ও সরবরাহ-সংকট

৩। খাবার ও বাচ্চার দাম বাড়ার কারণে অসংখ্য খামার বন্ধ

৪। আবহাওয়াজনিত কারণে উৎপাদনে ঘাটতি

৫। দেশের একটি বড় অংশে বন্যার কারণে খামার ভেসে যাওয়া।

তবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যের আলোকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ডিমের বাজার অস্থিরতার জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য অন্যতম কারণ। আর সরকার যদি উৎপাদকের নিকট হতে সরাসরি ডিম সংগ্রহ করে বাজারজাতকরনের ব্যবস্থা গ্রহন করে, সেক্ষেত্রে ডিমের বাজারের অস্থিরতা হ্রাস পাবে এবং ভোক্তা কম মুল্যে বাজার হতে এ পণ্যটি ক্রয় করতে পারবেন।

ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে করনীয়ঃ

বিভিন্ন অংশীজন, এ শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট খামারী ও ভোক্তার সহিত মত বিনিময় করে বাজারে ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়ঃ

১। খামারির সহযোগিতায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর সংলগ্ন অথবা উপজেলা প্রশাসন এবং প্রাণিসম্পদ দপ্তর এর পরামর্শ ক্রমে একটি ডিমের বাজার সৃষ্টি করা যায়।

২। যেখানে বাজারে সরাসরি খামারিরা ডিম নিয়ে আসবে এবং পাইকারি দামে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় করা হবে।

৩। প্রতিদিন এর মূল্য তালিকা জনসম্মুখে সার্বক্ষণিক প্রদর্শন করা হবে।

৪। প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং উপজেলা প্রশাসনের সার্বক্ষণিক মনিটরিং সেল মনিটরিং করবে।

CamScanner

৫। কোন প্রকার চাঁদাবাজি যাতে না হয় সেজন্য প্রাণিসম্পদ, উপজেলা প্রশাসন, থানা পুলিশ এবং খামারির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে এ ডিমের বাজার কে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

৬। এভাবে প্রতিটি উপজেলা এবং জেলা শহরে একযোগে এ ডিমের বাজার কার্যক্রম তৈরি করা যেতে পারে।

ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে এলডিডিপি প্রকল্প যে পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারেঃ

২০২২ সাল থেকে শুরু হয়ে প্রতিবছর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে রাজধানীতে সুলভ মূল্যে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয় কার্যক্রম চালু করেন। গরু, খাসি, মুরগির মাংস এবং দুধ, ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজেই প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও সাপ্লাই চেইনের সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মাসব্যাপী ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম ও মাংস বিপণন ব্যবস্থা চালু করেন। যেখানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এলডিডিপি প্রকল্পের অর্থায়নে ভ্রাম্যমাণ বিতরণ কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়। অধিদপ্তরের এ কার্যক্রম সর্বমহলে ব্যপক প্রশংসিত হয়।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের আওতায় ০৯টি ভেলু চেইনে ৬৫০০টি প্রাণিজাত পন্য উৎপাদনকারী সমিতি (প্রডিউসার অর্গানাইজেশন) গঠন এবং পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বিতভাবে মার্কেট লিংকেজ ও ভেলু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন। তন্মধ্যে এ প্রকল্প দেশের ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলায় বিভিন্ন সংখ্যায় ৭৬৫টি Scavanging প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়েছে। উক্ত Scavanging PG'তে ২৪৭৫৪ জন খামারী রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় গঠিত Scavanging PG'র সকল খামারী শতভাগ নারী উদ্যোক্তা।

এ প্রকল্পের আওতায় সকল পিজি খামারীদের ন্যায় Scavanging PG'র সকল খামারীগণ প্রতিমাসে সঞ্চয় করেন। খামারীগণ নিজেদের এই সঞ্চয় কাজে লাগিয়ে ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন, তাঁর রুপরেখা নিম্নরুপঃ

ক. এলডিডিপি প্রকল্পের সকল Scavanging PG'র খামারীগণ স্ব স্ব পিজি সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে মোট সঞ্চয়ের ৪০-৫০% ভাগ ডিমের ব্যবসায় ব্যবহার করতে পারেন।

খ. বাজারের চাহিদার আলোকে পিজি খামারীগণ প্রতিদিনের সম্ভাব্য ডিমের চাহিদা নিরুপণকরতঃ সরাসরি Commercial Poultry এর খামারীর নিকট হতে ডিম সংগ্রহ করবেন।

গ. স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে ০১টি ডিমের বাজার প্রতিষ্ঠা করবেন। এক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় এলডিডিপি প্রকল্পের Wet Market স্থাপন করা হয়, সেখানে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ডিমের বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। আর অন্যান্য উপজেলায় (যেখানে প্রকল্পের Wet Market নেই) স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে স্থান নির্ধারণ করা হবে।

ঘ. স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর উপজেলা পর্যায়ে সৃষ্ট বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ. স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর প্রতিদিনের ডিমের বাজারের উদ্বৃত্ত ডিম পরবর্তী দিনের জন্য সংরক্ষণ বা জেলা বা সরাসরি ঢাকার বাজারে বাজাতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

চ. ঢাকার পাশ্ববর্তী জেলাসমূহ হতে Scavanging PG'র খামারীগণ Commercial Poultry এর খামারীর নিকট হতে ডিম সংগ্রহ করবেন এবং সরাসরি টিসিবি/ভোক্তা অধিকারের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা

CS CamScanner

কারণে। এক্ষেত্রে টিসিবি/ভোক্তা অধিকার কর্তৃপক্ষ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে ডিমের বাজার স্থাপন করতে পারেন।

৬. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ২৮টি সরকারী মুরগী ও হাঁস খামার হতে বছরে ৯০ লক্ষ ৭৬ হাজার ডিম উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে ৩৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ডিম বাচ্চা উৎপাদনে এবং ৫০ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৫০ টি ডিম খাবার উপযোগী হিসেবে গণ্য করা হয়। এসকল সরকারী খামারকে ডিমের বাজার কার্যক্রমে সরাসরি যুক্ত করা যায় এবং প্রতিদিনের সম্ভাব্য টার্গেট নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে।

এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প মাঠ পযার্য়ের সর্বশেষ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে দরের একটি সম্ভাব্য রুপরেখা প্রস্তুত করেছেন (যা ক্ষেত্র বিশেষে পদক্ষেপ গ্রহন সাপেক্ষে হ্রাস করা সম্ভব)ঃ

পাইকারী বাজারদর (Commercial Poultry) (টাকা)	উপজেলা পর্যায়ে বাজার ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয় (টাকা)	উপজেলায় @ পিস ডিমের লভ্যাংশ	উপজেলায় @ পিস ডিমের সর্বমোট মূল্য (টাকা)
১১.৪৫	০.২৫	০.২৫	১১.৯৫
পাইকারী বাজারদর (Commercial Poultry) (টাকা)	জেলা/ঢাকায় বাজার ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয় (টাকা)	জেলা/ঢাকায় @ পিস ডিমের লভ্যাংশ	জেলা/ঢাকায় @ পিস ডিমের সর্বমোট মূল্য (টাকা)
১১.৪৫	১.০০	০.৫০	১২.৯৫

এখানে উল্লেখ থাকে যে, প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ মাঠ সহকারী এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের এলএসপিগেণের মাধ্যমে নির্ধারিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ/করণীয় নির্ধারণঃ

১। উপজেলা পর্যায় হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ সাপেক্ষে উপজেলাওয়ারী পাইকারী বাজার দর সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।

২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৩। মন্ত্রনালয় কর্তৃক স্থানীয় মাঠ প্রশাসনকে এই কার্যক্রমের আওতায়ভুক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিদের্শনা প্রদান করা যেতে পারে।

৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সরকারী খামারগুলিকে এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালক উৎপাদনের মাধ্যমে পরবতী পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।

৫। প্রকল্প দপ্তর হতে উপজেলা পর্যায়ে গঠিত পিজি খামারীদের এই কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে পত্র প্রদান করা যেতে পারে।

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে এলডিডিপি প্রকল্পের ভূমিকার বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি:	সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
তারিখ:	৩০ অক্টোবর ২০২৪
সময়:	বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভার উপস্থিতি ‘পরিশিষ্ট ক’ তে সংযুক্ত করা হলো:

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার উপস্থিতিতে সভার সভাপতিত্ব করেন সচিব মহোদয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ) জানান যে, সাম্প্রতিক সময়ে ডিমের মূল্য বৃদ্ধি ও বাজার অস্থিতিশীল বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে অনেক ধরণের খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে যে সকল বিষয় জরুরিভিত্তিতে করণীয় সে বিষয়ে অদ্যকার সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে করণীয় বিষয়ে উপস্থাপন করার জন্য আহবান জানান।

০২। **উপস্থাপনা ও আলোচনা:**

২.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বাংলাদেশে মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস হলো ডিম। তিনি জানান যে, সাম্প্রতিক সময়ে ডিমের বাজার অস্থিরতার বিষয়ে খামারি, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সহিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ডিমের মূল্য বৃদ্ধির মূলত ০৫টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে (সূত্রঃ দৈনিক বাংলা ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী)। কারণগুলো: (১) বাজার সিন্ডিকেটের নানান কারসাজি (২) উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া ও সরবরাহ-সংকট (৩) খাবার ও একদিনের মুরগির বাচ্চার দাম বৃদ্ধির কারণে অসংখ্য খামার বন্ধ হয়ে যাওয়া (৪) আবহাওয়াজনিত কারণে উৎপাদনে ঘাটতি ও (৫) দেশের একটি বড় অংশে বন্যার কারণে খামার ভেসে যাওয়া। তিনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প হতে করণীয় বিষয়ে উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে আহব্বান জানান। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ১৩৫টি কাঁচা বাজার (Wet Market) নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৫টির কাজ সম্পন্ন করে উপজেলা পরিষদ/পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাঁচাবাজারসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। তিনি আরও জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ৭৬৫টি স্ক্যাভেঞ্জার প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) এবং ১৮৯টি হাঁসের পিজি রয়েছে। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজন ও পিজি গ্রুপের সদস্যদের মাধ্যমে কাঁচা বাজারে ডিমের অস্থায়ী বাজার সৃষ্টি করা যেতে পারে। উক্ত বাজার, উপজেলা প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ দপ্তর যৌথ ব্যবস্থাপনায় চলবে। তিনি বিস্তারিতভাবে অস্থায়ী ডিমের বাজার পরিচালনার কৌশল বিষয়ে উপস্থাপনা করেন।

1. Training Expert Sir
2. JPS Redwan

২.২। যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকনোমি) জানান যে, পিজি গ্রুপের সদস্যদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মুরগি ও ডিম উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে পিজি গ্রুপের সদস্যদের মধ্য হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মানের লেয়ার খামারি/উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যেতে পারে। সচিব মহোদয় ওয়েট মার্কেটে ডিমের বাজার সৃষ্টির বিষয়ে একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কমপক্ষে ২টি উপজেলাতে দৃশ্যমানভাবে কাজটি পরিচালনার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ জানান।

২.৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, বাজার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সরকারি পর্যায়ে ডিমের উৎপাদন বাড়াতেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, বিদ্যমান সরকারি হাঁস-মুরগি খামারগুলো জরাজীর্ণ রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশেষ করে ডিম ফোটানোর ইনকিউবেটর স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে যা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। পাশাপাশি এলডিডিপি প্রকল্প থেকে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি না তা দেখা হবে।

২.৪। সচিব মহোদয় জানান যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আহবায়ক এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ডিমের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যেখানে সদস্য হিসেবে (১) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, (২) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, (৩) মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, (৪) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও (৫) থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে রাখা যেতে পারে। উক্ত কমিটি ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে পিজি গ্রুপের মাধ্যমে পরিচালনা করবে। তিনি জানান যে, এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা/গাইডলাইন তৈরি করা হলে বিষয়টির একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পাবে। উক্ত গাইডলাইনে বিস্তারিতভাবে কমিটি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উল্লেখ থাকবে।

২.৫। এ প্রেক্ষিতে উপদেষ্টা মহোদয় বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে ডিমের বাজার সৃষ্টির ধারণাটি যৌক্তিক মনে হয়। তিনি দ্রুত ৩৫টি ওয়েট মার্কেটে প্রস্তাবিত কমিটির মাধ্যমে ডিমের বাজার ব্যবস্থাপনা শুরু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে রমজান মাসে ভ্রাম্যমাণ ডিম, দুধ ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম বিগত বছরের ন্যায় আগামী রমজান মাসেও চলমান রাখতে হবে। তিনি গৃহীত উদ্যোগটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে প্রচারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

০৩। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নির্মিতব্য ১৩৫ টি কাঁচা বাজারে অস্থায়ী ডিমের বাজার সৃষ্টি করতে হবে;

২. যে সকল উপজেলাতে কাঁচা বাজার নেই, সে সকল উপজেলাতে স্থানীয়ভাবে ডিম বাজারের স্থান প্রদানের মাধ্যমে অস্থায়ী ডিমের বাজার সৃষ্টি করতে হবে;

৩. সমাপ্তকৃত ৩৫টি কাঁচাবাজারে ডিমের বাজার দ্রুত শুরু করতে হবে এবং কমপক্ষে ২টি বাজারে ডিমের বাজার দৃশ্যমানভাবে শুরু করতে হবে;

৪. ওয়েট মার্কেটে ডিমের বাজার সৃষ্টির বিষয়ে একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আহবায়ক এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ডিমের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে, যেখানে সদস্য হিসেবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে রাখতে হবে;

৬. ডিমের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্বলিত একটি নির্দেশিকা/গাইডলাইন প্রণয়ন করে সকল উপজেলাতে প্রেরণ করতে হবে:

৭. রমজান মাসে ভ্রাম্যমান ডিম, দুধ ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম বিগত বছরের ন্যায় আগামী রমজান মাসেও চলমান রাখতে হবে;

৮. ডিমের বাজার সৃষ্টির গৃহীত উদ্যোগটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে প্রচারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;

৯. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ করে ডিম হ্যাচিং এর জন্য ইনকিউবেটর স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান সরকারি খামারের মুরগি ও ডিম উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১০. পিজি গ্রুপের সদস্যদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মুরগি ও ডিম উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে পিজি গ্রুপের সদস্যদের মধ্য হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মানের লেয়ার খামারি/উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

০৪। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৮/০১/২০২৪

(সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর)
সচিব
মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে এলডিডিপি প্রকল্পের ভূমিকার বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩০/১০/২০২৪ তারিখ বুধবার বিকাল ০৩-৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিতির তালিকা:

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	ফোন/মোবাইল নং ও ই-মেইল এড্রেস	স্বাক্ষর
১.	এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব	মন্ত্রণালয়	01558308848	[signature]
২.	Md. Tofazzal Hossain Additional Secretary (planning)	MOFL		[signature]
৩.	ড. এস এম জোবায়দুল কবীর	MOFL	01715279381	[signature]
৪.	ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক	DLS	01712180602	[signature]
৫.	ড. এ. বি. এম. খালেদুজ্জামান	DLS	01716001137	[signature]
৬.	ডা. মোঃ বয়জার রহমান পরিচালক (প্রশাসন) ডিএলএস	DLS	01711-23[illegible]	[signature]
৭.	ডা: মো: জসিম উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক এলডিডিপি	DLS	01793-97[illegible]	[signature]
৮.	Pulakesh Mondal ESSS, LDDP	DLS	01710542668	[signature]
৯.				
১০.				
১১.				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
http//:lddp.portal.gov.bd

স্মারক নং ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.২৪.৩৮৯৮ তারিখ : ০৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ

প্রাপক:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
------------------------------------ (প্রকল্পভূক্ত সকল উপজেলা)।

বিষয়: প্রকল্পে আওতায় মুরগী উৎপাদনকারী খামারী দল (স্কেভেঞ্জিং পোল্ট্রি পিজি) এর মাধ্যমে সুলভ মূল্যে ডিম বিক্রি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) চলমান রয়েছে। বর্তমান সময়ে খামারি পর্যায় থেকে ভোক্তা পর্যন্ত ডিমের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে অস্বস্তি বিরাজ করছে। ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য এ প্রকল্পে নিয়োজিত এলএসপি, এলএফএ, এলইও, মনিটরিং অফিসারদের সহয়তায় মুরগী উৎপাদনকারী খামারী দল (স্কেভেঞ্জিং পোল্ট্রি পিজি) এর মাধ্যমে সুলভ মূল্যে উৎপাদনকারী খামারি থেকে সরাসরি ভোক্তাদের মধ্যে ডিম বিক্রি করে বাজার মূল্য স্থিতিশীল করারে সুযোগ রয়েছে। স্কেভেঞ্জিং পিজির খামারীদের সঞ্চয় এবং প্রশিক্ষণলব্ধ ব্যবসা পরিচালন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ডিম বিক্রি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। যে সকল উপজেলায় ওয়েট মার্কেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে একটি নিদৃষ্ট স্থানে অস্থায়ীভাবে ডিম বিক্রি করতে পারবে। এছাড়া ভ্রম্যমান ও স্থানীয় বাজারে ডিম বিক্রি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। উল্লেখ্য, ডিম প্রতি পাইকারী ক্রয়মূল্যের সাথে অতিরিক্তি ০.৫০ (পঞ্চাশ পয়সা) মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে এই বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্য প্রদর্শিত থাকবে।

এমতাবস্থায়, ভোক্তাপর্যায়ে সুলভ মূল্যে আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পিজি সদস্যের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে ডিম বিক্রি তদারকি করে বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

০৪/১১/২০২৪

(ডাঃ মোঃ জসিম উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ফোন-০২-৫৮১৫৪৯১৩
ইমেইল: lddp@dls.gov.bd

অনুলিপিঃ

১. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট,ঢাকা-১২১৫
২. পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট,ঢাকা-১২১৫
৩) পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট,ঢাকা-১২১৫
৪) অফিস কপি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর আওতায় ডিম উৎপাদনকারী গোষ্ঠির (পিজি) মাধ্যমে ডিম সংগ্রহ ও বিপণন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

ভূমিকা:

বাংলাদেশে প্রাণিজজাত খাদ্যের মধ্যে ডিম মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাণিজআমিষের পুষ্টিসাধনে অন্যতম উৎস। বাংলাদেশে বিভিন্ন বানিজ্যিক, পারিবারিক খামার ডিম উৎপাদনের প্রধান উৎস। বর্তমানে মাংলাদেশ ডিম উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ন। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বৈষয়িক কারণে ডিম উৎপাদন কিছুটা কমে যাওয়ায় এবং মধ্যস্বত্তভোগীর দৌড়াত্বের কারণে বাজারে ডিমের মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী। ডিমের মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে খামার ও ব্যবসায়ীদের মতে বাজার সিন্ডিকেটের কারসাজি, সরবরাহ সংকট, পোল্ট্রি খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি, হাঁস-মুরগির বাচ্চার মূল্যবৃদ্ধিসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, ঝড়, অতি বৃষ্টি প্রভৃতির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ডিমের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ডিমের বাজার স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্বাবধানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/অংশীজনের নেতৃবৃন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ ওয়াকিং গ্রুপের মতামতের ভিত্তিতে কৃষিবিপণন অধিপ্তর ২০২৪ সনের জন্য ডিমের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করেন। সে হিসেবে উৎপাদক, পাইকারী ও খুচরা বাজারে প্রতিটি ডিমের নিম্নরুপ যৌক্তিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়। যা উৎপাদক পর্যায়ে ১০.৫৮টাকা, পাইকারী পর্যায়ে ১১.০১ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে ১১.৮৭ টাকা।(সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জারিকৃত পত্র নং ৪০৭, তারিখ: ১৫/০৯/২০২৪ ইং)। এ প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীণ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর উদ্যোগে ৬১টি জেলায় প্রকল্পের ৭৬৫টি হাঁস-মুরগি প্রোডিউসার গ্রুপ (পিজি) এ মোট ২৪৭৫৪জন খামারী রয়েছেন যার শতভাগ নারী উদ্যোক্তা এর মাধ্যমে নিজেজের উৎপাদিত এবং সংগ্রহিত ডিম বিপণন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

১। ডিমের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা: প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভোক্তাদের চাহিদা মেটাতে ফ্রেশ, উচ্চ মানের ডিম ধারাবাহিক এবং নির্ভরযোগ্য উৎসের মাধ্যমে সরবরাহ করা।

২। সাশ্রয়ী মূল্য বজায় রাখা: এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল ভোক্তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ডিম সরবরাহ করা, যাতে তাদের একটি বিশ্বস্থ বাজারে অ্যাক্সেসযোগ্য করা যায়।

৩। গুণমান এবং স্বাস্থ্যসম্মত ডিম সরবরাহ করা: নিরাপদ উৎস থেকে ডিম সংগ্রহ এবং বিপণন প্রক্রিয়ার মাধমে মান নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৪। পিজি গ্রুপকে কার্যক্রর করা: পিজি গ্রুপের উৎপাদিত নিরাপদ ও গুনমান সম্পন্ন ডিম যৌথ উদ্যোগে বাজারজাত করা। গ্রুপ ভিত্তিক ব্যবসা সম্প্রসারণ ও পরিচালনা করা।

প্রকল্পের আওতায় হাঁস-মুরগি প্রোডিউসার গ্রুপের মাধ্যমে ডিম সংগ্রহ ও বিপণন সংক্রান্ত গাইড লাইন:

ক) ডিম সংগ্রহ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি গঠন ও দায়-দায়িত্ব:

১। কমিটির রুপরেখা তৈরীঃ

১.১। ডিম সংগ্রহ ও বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি পিজিতে একটি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে।

১.২। পিজির সভাপতি/সহ-সভাপতি, সাধারন সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং আগ্রহী ০৩জন সদস্য, এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ০১ জন এলএসপিকে নিয়ে ০৭ (সাত) সদস্যের একটি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির সদস্য সংখ্যা কম-বেশী হতে পারে। পিজির সভাপতি/সহ-সভাপতিকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হবে।

১.৩। পিজির সাধারন সভায় এই কমিটি গঠন ও অনুমোদন করতে হবে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. কমিটির দায়-দায়িত্ব:

২.১। ডিম সংগ্রহ ও বিপণনে অর্থ বিনিয়োগ: পিজির একাউন্টে সঞ্চিত অর্থ ডিম সংগ্রহে বিনিয়োগ করা হবে। প্রতি মাসে কি পরিমান অর্থ এ কাজে বিনিয়োগ করা হবে তা পিজির মাসিক/বিশেষ সভায় সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পিজির মিটিং রেজিষ্টারে তা রেজুলেশন আকারে গ্রহিত হবে।

২.২। ব্যাংক থেকে উত্তোলিত অর্থ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোষাধক্ষ ডিম ক্রয় ও বিক্রয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

২.৩। কমিটি উপজেলার/উপজেলার বাহিরে ডিমের উৎস হিসেবে বানিজ্যিক মুরগি ও হাঁসের খামার চিহ্নিত করবেন এবং খামার মালিকদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এবং সংশ্লিষ্ট খামারের তালিকা প্রণয়ন করবেন।

২.৪। কমিটি নির্দ্ধারিত মুরগির খামার থেকে পাইকারী মূল্যে প্রতিদিন বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ডিম সংগ্রহ করবেন।

২.৫। কমিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগপূর্ব মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় বাজারে সুলভমূল্যে টোল ফ্রি ডিম বিক্রির স্থান নির্দ্ধারণ করবেন। এছাড়া যেখানে প্রকল্প হতে ওয়েট মার্কেট নির্মিত হয়েছে সেখানকার একটি জায়গা বরাদ্দ পেতে পারে।

২.৬। পিজি কমিটির সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে স্থানীয় বাজারের নির্দ্ধারিত স্থানে বাজার চলাকালীন সময়ে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে ডিম বিক্রি করবেন।

২.৭। প্রতিদিন ডিম সংগ্রহ (মূল্যসহ) এবং বিক্রয়ের পরিমান ও বিক্রয় লব্ধ অর্থের হিসাব রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। রেজিষ্টারটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/এলইও দ্বারা প্রত্যায়ন করে নিতে হবে।

২.৮। কমিটি নির্দ্ধারিত বানিজ্যিক খামার ছাড়াও পারিবারিক খামার থেকেও হাঁস-মুরগির ডিম সংগ্রহ ও বিপণন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবারের নাম, ঠিকানা, সংগৃহিত ডিমের পরিমান ও সংগ্রহ মূল্য রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করবেন।

২.৯। ডিম সংগ্রহ পদ্ধতি: খামার থেকে ডিম সংগ্রহে নিজস্ব প্লাস্টিকের ক্রেট ব্যবহার করবেন। ডিম বিক্রয় শেষে ক্রেটগুলি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে। অপরিষ্কার এবং ভাংগা ডিম সংগ্রহ থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবহেন সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন ডিম ভেংগে না যায় বা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

২.১০। ডিম বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত স্থানে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ডিম বিক্রি করতে হবে। ডিম বিক্রিতে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার না করে কাগজের প্যাকেট ব্যবহার করতে হবে। ডিম বিক্রয়ের সময় বিক্রয়কারী মাস্ক ব্যবহার করবেন।

২.১১। কমিটির সদস্যগন কাঁচা ডিম বিক্রির পাশাপাশি ভ্যালু এডেড পণ্য হিসেবে সিদ্ধ ডিম, ডিম অমলেট বিক্রির ব্যবস্থাও চালু করতে পারেন।

২.১২। ডিম বিক্রয় স্থানে পিজির নাম সম্বলিত একটি ব্যানার ব্যবহার করতে হবে। (নমূণা সংযুক্ত)। বিক্রয় স্থানে ডিমে ক্রয় মূল্য এবং খুচরা বিক্রয় মূল্য কাগজে লিখে দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

২.১৩। ডিম বিপণনের অর্থে সুষ্ঠু ব্যবহার তদারকি ও নিশ্চিত করবেন। প্রতি সপ্তাহে কমিটির সদস্যগন সাপ্তাহিক ডিম ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব, পরিবহন, মজুরী ও বিপণন ব্যয়, আয় ও লভ্যাংশের হিসাব তৈরী করবেন। এবং মাসের শেষে পিজির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে ডিম বিপণন সংক্রান্ত তথ্য মাসিক সভায় উপস্থাপন করবেন।

২.১৪। ডিম বিক্রির নীট লভ্যাংশের পরিমানের দুই তৃতীয়াংশ অর্থ ডিম সংগ্রহ ও বিপণন কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করতে হবে। এবং এক তৃতীয়াংশ অর্থ পিজির আয় হিসেবে মূল একাউন্টে জমা করা হবে যা সকল সদস্যের মুনাফা হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.১৫। বিনিয়োগকৃত মূল টাকা পুণ:বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কমিটি ইচ্ছা করলে সমর্বসম্মতিক্রমে বিনিয়োগের পরিমান কম বেশী করতে পারবেন।

খ) ডিম বাজার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি কমিটি এবং কমিটির দায়দায়িত্ব:

১। কমিটির রুপরেখা তৈরী:

১.১। ডিম সংগ্রহ ও বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি তদারকি কমিটি গঠন করা হবে।

১.২। মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বহী অফিসার'কে আহবায়ক এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে, সদস্য-সচিব করে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা যেতে পারে। প্রস্তাবনা মোতাবেক কমিটিতে উপজেলা কৃষি কর্মকতা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে রাখার সুপারিশ করা হয়। উক্ত কমিটি চাহিদা আলোকে প্রানিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সুপারিশের আলোকে স্থানীয় উপজেলা পোল্ট্রি খামার মালিক সমিতির সভাপতি/প্রতিনিধি নিয়ে ০২ (দুই) সদস্যের সার্পোট টিম গঠন করা হবে। সার্পোট টিমের সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনে বাড়ানো যেতে পারে।

২. কমিটির দায়-দায়িত্বঃ প্রস্তাবিত কমিটির সদস্য-সচিব কমিটির আহবায়কের সম্মতিক্রমে গঠিত কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা আহবান করে কার্যপরিধি নির্ধারন করতে পারবেন। সার্বিকভাবে কমিটি নিম্নক্তো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।

২.১। কমিটি সদস্যগণ/কমিটির প্রতিনিধি নিয়মিত পিজি কর্তৃক পরিচালিত ডিম বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

২.২। পরিদর্শনকালে ডিম বিপণন ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ক্রেতার মতামত সংগ্রহ করবেন।

২.৩। ডিম ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত রেজিষ্টার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

২.৪। পিজি পরিচালিত ডিম বিপণন সংক্রান্ত কোন জটিলতা দেখা দিলে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় তা নিরসন করবেন।

২.৫। ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২.৬। কমিটির সদস্য-সচিব ডিম বিক্রির তথ্য প্রতিদিন বিক্রয় শেষে ওডিকের মাধ্যমে (নির্দ্ধারিত ছকে) এলএসপি/এলএফএর মাধ্যমে প্রেরণ করবেন।

বি.দ্র. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর এই কার্যক্রমটি সম্পূর্ণ সেবামূলক হিসেবে বিবেচিত হবে। জন সাধারণের মাঝে সুলভ মূল্যে প্রাণিজাতপণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ভোক্তাদের পুষ্টি নির্ধারনের ক্ষুদ্র প্রয়াসে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

----০----